বগুড়ার দুটি কলেজে দেড় শতাধিক ভুতুড়ে প্রবেশপত্র!

বারান্দায় পরীক্ষা দিচ্ছে পরীক্ষার্থীরা

সংবাদ : প্রতিনিধি, বগুড়া | ঢাকা , বুধবার, ০৩ এপ্রিল ২০১৯

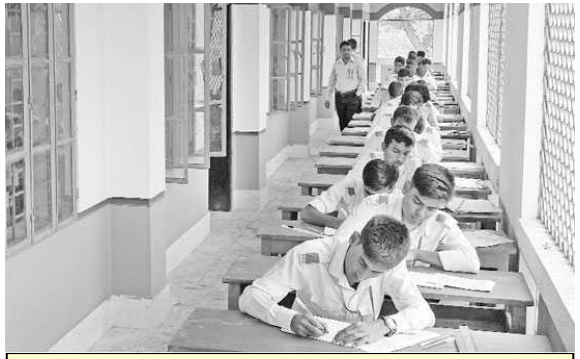

বগুড়া : বগুড়া কলেজে স্থানাভাবে বারান্দায় পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষায় এবার বগুড়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে অতিরিক্ত প্রবেশ পত্র আসা নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ফরম ফিলাপ না হলেও শিক্ষার্থীর নামে ভৌতিক প্রবেশ পত্র কলেজে চলে এসেছে আপনা আপনি। পরীক্ষার্থী সংখ্যার তুলনায় বোর্ড থেকে অতিরিক্ত প্রবেশ পত্র সংশ্লিষ্ট কলেজে আসার পর পরীক্ষা শুরুর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে বিষয়টি ধরা পড়ে। আর এ নিয়ে দেখা দেয়া নানা বিভ্রান্তি। বগুড়ার দুটি কলেজে এরকম ভৌতিক প্রবেশ পত্র আসার প্রমাণ মিলেছে। সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে বোর্ড অনুমোদিত আসন সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত ভর্তি ও ফরম ফিলাপ(পুরণ) করা শিক্ষার্থী। যারা বোর্ডের অনুমতি নিয়ে কলেজ পরিবর্তন করে

(টাস নিয়ে) অন্য কলেজ থেকে ফরম ফিলাপ করে পরীক্ষা দিচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এক শ্রেণীর কর্মচারী কর্মকর্তার যোগসাজসে বিপুল পরিমান শিক্ষার্থী ফরম পূরণের আগে কলেজ পরিবর্তন করে ভর্তি ও ফরম পূরণ করায় কোন কোন কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর আসন সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করায় (টিসি নিয়ে) বগুড়া সরকারি শাহ সুলতান কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রের বারান্দায় পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে বগুড়া সরকারি শাহ সুলতান কলেজে পরীক্ষার মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে অতিরিক্তি ৮০টি প্রবেশপত্র আসার বিষয়টি ধরা পড়ে। যাদের নামে এ প্রবেশ পত্র এসেছে তারা আবার ঠিকই শাহসুলতান কলেজের ছাত্র। তবে নিয়মিত ও অনিয়মিত এই শিক্ষার্থীরা এবার কলেজ থেকে ফরমপূরণই করেননি বলে দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের। এই কলেজের পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র বগুড়া কলেজ। বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব মঈন উদ্দিন জানান, ১৮ মার্চ তাকে বোর্ড থেকে তার কেন্দ্রের প্রবেশপত্র দেয়া হলে তিনি সংশ্লিষ্ট কলেজে পাঠিয়ে দেন। শাহ সুলতান কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. এজাজুল হক জানান, প্রবেশপত্র বিতরণের পর ৩০ মার্চ যাচাই বাছাই করেতে গিয়ে অতিরিক্ত ৮০টি প্রবেশপত্র আসার বিষয় তারা টের পান। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ১৯টি, মানবিকে ৩৯টি ও ব্যবসা শিক্ষার ২২টি অতিরিক্ত

প্রবেশপত্র রয়েছে। ফরম পূরণের বাইরে অতিরিক্ত আসা প্রবেশপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষ বাতিলের জন্য ফেরত দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহীর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর ৩০ মার্চ চিঠি পাঠান। কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, যে ৮০ জনের অতিরিক্ত প্রবেশপত্র এসেছে, তারা শাহসুলতান কলেজের নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্র। তবে এরা কেউই ফরমপূরণ করেননি বলে জানান। কীভাবে এই ভুতুড়ে প্রবেশ পত্র আসলো সে বিষয়ে তিনি জানান, এটা বোর্ডই বলতে পারবে। এক্ষেত্রে তার দায় নেই। অপর দিকে বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজেও অতিরিক্ত ৭১টি প্রবেশ পত্র এসেছে বলে জানিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শাজাহান আলী জানান, ৩০ মার্চ তিনি অতিরিক্ত প্রবেশ পত্র বোর্ডে ফেরত পাঠিয়েছেন। যে ৭১ জনের নামে প্রবেশ পত্র এসেছিল তারা কেউই আজিজুল হক কলেজের ছাত্র নয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বোর্ডের ভুলে এটা হতে পারে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আনোয়ারুল ইসলাম জানিয়েছেন, ফরম পূরণ ছাড়া প্রবেশ পত্র ইস্যু হওয়া সম্ভব না। বিষয়টি তিনি জানেন না। কীভাবে এটা হয়েছে এটা জেনে বলতে পারবেন।

এদিকে অতিরিক্ত প্রবেশপত্র আসার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে আসন সংখ্যার বিপরীতে কলেজ থেকে অতিরিক্ত কলেজ পরিবর্তনের নামে কৌশলে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করে ফরম পূরণ।

বগুড়া সরকার শাহ সুলতান কলেজে ফরম পূরণের নির্ধারিত তারিখের আগে অন্য কলেজ থেকে টিসি নিয়ে ভর্তি ও ফরম পূরণ করায় কলেজের পরীক্ষার্থী বেড়েছে অস্বাভাবিক। এই কলেজে ১৪শ' আসনে বিপরীতে এবার (২০১৭-২০১৮ শিক্ষা বর্ষে) ৩ শতাধিক অতিরিক্ত ছাত্রর ভর্তি ও ফরম পূরণ হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছে, তারা শুধু অন্য কলেজ থেকে আসা ছাত্র ভর্তি করাননি তার কলেজের ছাত্রও অন্য কলেজে গিয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরনের আগে এ অস্বাভাবিক ভর্তির বিষয়ে তার দাবি, বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে বলেই তারা ভর্তি করেছেন আর এটি শুধু ফরম পূরণের আগে হয়নি, প্রথম বর্ষেও হয়েছিল। এ বিষয়ে রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, শুধু সংশ্লিষ্ট দুই কলেজের অনাপত্তি ও সুপারিশ পাওয়ার পরেই কলেজ পরিদর্শকের মাধ্যমে ভর্তি ও ফরম পূরণ করার অনুমতি দেয়া হয়। সরকারি আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ জানান, এটা হয়েছে প্রথম বর্ষে, ফরম পূরণের আগে নয়। তবে বগুড়া শাহ সুলতান কলেজের ফরম পূরণের আগে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির পর অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃস্টি হয়েছে।কেন্দ্রে স্বাভাবিক পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা ১৪শ' পরীক্ষার্থীর থাকলেও পরীক্ষা দিচ্ছে শাহসুলতান কলেজের ১৭ শতাধিক পরীক্ষার্থী। শাহ সুলতান কলেজ থেকে ১৭০৪ জন শিক্ষার্থী এবার এসএসসির ফরম পূরণ করে। পরীক্ষার প্রথম দিনে বগুড়া কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে অস্বাভাবিক

সংখ্যার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিতে সেখানে বারান্দায় সিট বসানো হয়েছে।